১০-০৪-১৮ প্রাতঃ মুরলী ওম্ শান্তি "বাপদাদা" মধুবন

"মিষ্টি বাচ্চারা – অর্ধেক কল্প ধরে মায়া তোমাদেরকে অনেক জ্বালাতন করেছে। এখন তোমরা বাবার স্মরণে এসেছ। বাবার সাথে সত্যিকারের ভালোবাসা রেখে তোমাদেরকে মায়া-জিৎ এবং জগৎ-জিৎ হতে হবে"

প্রশ্নঃ- সঙ্গমযুগে ভগবানকেও কোন্ পরিশ্রম করতে হয়?

উত্তরঃ- আত্মারূপী ময়লা কাপড়কে পরিষ্কার করতে হয়। তোমরা বাচ্চারা নিজের পাপের খাতা সাফ করার জন্য বাবার কাছে এসেছ। যত বেশি দেহী-অভিমানী হয়ে বাবাকে স্মরণ করবে, তত বিকর্মাজিৎ হবে। বাবা ছাড়া অন্য কারোর সাথে বুদ্ধির যোগ যুক্ত করলে ভস্মাসুর হয়ে যাবে। তাই শ্রীমৎ অনুসারে চলো।

গীতঃ- ওম্ নমো শিবায় ...

ওম্ শান্তি। তোমরা বাচ্চারা বাবাকে নিজের অবলম্বন বানিয়েছ অথবা বাবার শরণে এসেছ। ইনি কোনো লৌকিক পিতা নন, ইনি হলেন পারলৌকিক পিতা। অর্ধেক কল্প ধরে মায়া তোমাদেরকে হয়রান করেছে। তোমরা বাচ্চারাই জানো যে এটা হল দুঃখধাম অর্থাৎ আসুরি দুনিয়া। প্রতি কল্পেই তোমরা বাচ্চারা বাবার কাছে শরণ নাও। তোমরা হলে শরণাগত। মায়া খুব দুঃখী করে দিয়েছে। তোমাদের যেটুকু ইজ্জত ছিল, সেটা মায়া নষ্ট করে দিয়েছে। এইসকল কথা তোমরা বাচ্চারাই জানো। মানুষ যখন দুঃখী হয়, তখন অন্যের কাছে গিয়ে শরণ নেয়। তোমরাও এখানে অর্ধেক কল্প ধরে মায়ার শরণে ছিলে। বর্তমানে তোমরা যাঁর শরণে এসেছ, তিনি বসে আত্মাদেরকে বোঝাচ্ছেন। দুনিয়ার মানুষ তো জানে না যে আমরা কবে থেকে দুঃখী হয়েছি। আমরা স্বর্গের ফুল ছিলাম, তারপর মায়া কিভাবে কাঁটা বানিয়ে দিয়েছে সেটা এখন তোমরা বাচ্চারা বুঝতে পারো। তা সত্ত্বেও মানুষই আছ, জানোয়ার তো হয়ে যাওনি। বাচ্চারা বলে - তুমিই মাতা-পিতা আমি তোমার বালক ... আমরা তোমার শরণে এসেছি, আমাদেরকে এই মায়া রাবণের হাত থেকে রক্ষা করো। তাই তিনি এখন বাচ্চারা তোমাদেরকে মায়ার হাত থেকে মুক্ত করে স্বর্গের মালিক বানাচ্ছেন। মায়া তোমাদেরকে অনেক হয়রান করেছে। হয়রান হলেই ভক্তরা ভগবানকে স্মরণ করে। সবই ড্রামা অনুসারে। যারা স্বর্গবাসী ছিল, তাদেই শত্রু হয়ে গেছে মায়া । এটা কেউই জানে না যে মায়া অর্ধেক কল্প ধরে শত্রুতা করছে। এটা খুবই গুহ্য বিষয় যেটা বুঝতে হবে। অর্ধেক কল্প ধরে তোমরা অনেক স্মরণ করে এসেছ যে এই সমস্যা থেকে কিভাবে মুক্ত হবে। বাবা এসে আমাদেরকে আপন বানিয়ে স্বর্গের উত্তরাধিকার দেন। বর্তমানে তোমরা হলে রিফিউজি (উদ্বাস্তু)। আজকাল উদ্বাস্তুর সংখ্যা অনেক বেড়ে গেছে। তারা কোথাও গিয়ে আশ্রয় বা শরণ নেয়।

তোমরা জানো যে মায়া ভারতকে অনেক দুঃখী করে দিয়েছে। ভারতে যখন স্বর্গ ছিল তখন দেবী দেবতারা অনেক সুখী ছিল। ইউরোপবাসীরাও জানে যে ভারত অনেক প্রাচীন দেশ। যখন আমরা ছিলাম না তখন কেবল ভারতই ছিল। প্রাচীন ভারত অনেক সমৃদ্ধশালী এবং সুখী ছিল। একেই স্বর্গ অথবা হেভেন বলা হয়। এ হল ৫ হাজার বছরের কথা। সেই ভারতই এখন কাঙাল এবং কড়িতুল্য হয়ে গেছে। এইরকম কে বানিয়েছে? মায়ারূপী রাবণ। অর্ধেক কল্প ধরে অধঃপতন হতে হতে ভারত

এখন কড়ি তুল্য হয়ে গেছে। বাবা বলছেন, অর্ধেক কল্প ধরে মায়া তোমাদেরকে হয়রান করেছে। এখন তোমরা প্রভুর কাছে আশ্রয় চাইছ – ভগবান তুমি এসো, আমরা তোমার কাছে সমর্পিত হয়ে যাব। পরমপিতা পরমাত্মা-ই পুনরায় ভারতকে হিরেতুল্য বানান। তাই ভক্তরা ভগবানকে স্মরণ করে বলে – হে ঈশ্বর, শরণে নাও। এটাও বলে যে আমার সম্মান রক্ষা করো, তুমি হলে দয়াময়। কিন্তু আবার সর্বব্যাপী বলে দিয়েছে। একেই বলা হয় ধর্ম গ্লানি। তোমরা জানো যে অর্ধেক কল্প ধরে মায়া তোমাদেরকে একেবারে অধঃপতিত করে দিয়েছে। বাবা বলছেন, কল্পে কল্পে যখন এইভাবে ভারত ধর্মভ্রষ্ট এবং কর্মভ্রষ্ট হয়ে যায় তখন আমি আসি। নিজের ধর্মকেও জানে না। এটাই হল ভবিতব্য। যখন লুপ্ত হয়ে যায়, তখনই বাবা এসে পুনঃস্থাপন করেন। এখন এই ধর্ম লুপ্তপ্রায়। ড্রামা অনুসারে এইরকম হবেই। তাহলেই ড্রামা অনুসারে বাবা এসে পুনরায় ব্রহ্মার দ্বারা স্বর্গের স্থাপন এবং শঙ্করের দ্বারা নরকের বিনাশ করান। এটা তো বিনাশের সময়, তাই না? বিনাশকালে বিপরীত বুদ্ধি হয়ে গেছে। তোমরা হলে প্রীত বুদ্ধি সম্পন্ন। মায়ার ওপরে বিজয়ী হওয়ার জন্য তোমরা সর্ব শক্তিমান পরমপিতা পরমাত্মার কাছে শরণ নিয়েছ। তোমরা সহজ রাজযোগ এবং জ্ঞান প্রাপ্ত করছ। বাবা বলছেন, তোমরা আমাকে অর্থাৎ বাবাকে ভুলে গেছ। মায়া তোমাদেরকে আমার থেকে বিমুখ করে দিয়েছে। বাবা বসে ব্রহ্মার মুখের দ্বারা শিক্ষা দেন। মায়া প্রবেশ করার ফলে এইরকম গ্লানিপূর্ণ কথা লিখে দিয়েছে। তোমরা জানো যে বাবা ছাড়া আর কেউ রাজযোগ শেখাতে পারবে না। বাবা তো হলেন স্বর্গের রচয়িতা। আত্মাই কথা বলে। তোমাদেরকে দেহী-অভিমানী বানানো হয়। আত্মাই সংস্কার নিয়ে যায়। আত্মার ওপরেই প্রলেপ পড়ে। ওরা মনে করে আত্মা হল নির্লেপ, শরীরের ওপরেই কিছু না কিছু দোষ লাগে। তাই গঙ্গা স্নান করে। কিন্তু গঙ্গা জলের দ্বারা তো পাপ দূরীভূত হওয়া সম্ভব নয়। তাই বাবা বলছেন, দেহ সহিত সবকিছু ভুলে যাও। নিজেকে আত্মা নিশ্চিয় করে আমাকে অর্থাৎ পরমপিতা পরমাত্মা শিব কে স্মরণ করো। শিব হলেন নিরাকার। শিব জয়ন্তী পালন করে থাকে, কিন্তু কেউই তাঁকে জানে না। সোমনাথের মন্দির তো কত বড়, কিন্তু তিনি কবে এসেছেন, কীভাবে এসেছেন, এসে কী করেছেন – কোনো কিছুই জানে না। নিশ্চয়ই কোনও শরীরেই এসে থাকবেন। সর্বব্যাপীর জ্ঞান সবাইকে সব কিছু ভুলিয়ে দিয়েছে। এখন বাবা বলছেন শ্রীমতে চলো।

শিববাবা এই শরীরে প্রবেশ করে তোমাদের নলেজ দিচ্ছেন। এই শরীর (ব্রহ্মাবাবার) লোন নিয়েছেন। এই রথের রথী হয়ে তোমাদের জ্ঞান প্রদান করছেন । বাকি কোনো ঘোড়ার গাড়ি ইত্যাদির কোনও ব্যাপার নেই। ওনাকে (ব্রহ্মাবাবা) ভাগীরথ বা নন্দীগণও বলা হয়। বলাও হয়ে থাকে – ভাগীরথ গঙ্গা আনয়ণ করেছিলেন। মাথা থেকে কী কখনও নির্গত হতে পারে? সেইজন্য বাবা বলেন ওই সব বেদ শাস্ত্র ইত্যাদি পাঠ করলে আমাকে পাওয়া যায় না। আমাকে তো আসতেই হবে। এসে তোমাদেরকে শরণে নিই। মানুষ কী থোড়াই জানে যে রাবণ কী জিনিস ? এখন তো হল রাবণ রাজ্য। রাবণের আসুরি মতে চলছে সবাই। এখন তোমরা শ্রীমতে চলে ২১ জন্মের জন্য শ্রেষ্ঠ হচ্ছো । আসুরি মত দ্বাপর থেকে শুরু হয়, যাকে ভিশস (পাপের দুনিয়া) ওয়ার্ল্ড বলা হয়। ভিশস ওয়ার্ল্ড স্থাপন করে রাবণ। ভাইসলেস ওয়ার্ল (পাপ রহিত) স্থাপন করেন রাম, শিববাবা। গীতও তোমরা শুনেছ – শিবায় নমঃ । ব্রাহ্মা, বিষ্ণু, শংকর দেবতায় নমঃ বলা হয়। এমন নয় যে ব্রাহ্মা পরমাত্মায় নমঃ বলা হবে। না। পরমাত্মা তো একজনই। সকলের বাবা হলেন একজন। এখন তোমাদের বাবার থেকে অবিনাশী আশীর্বাদী বর্সা বা উওরাধিকার প্রাপ্ত হচ্ছে । এটা হল পাঠশালা – মনুষ্য থেকে দেবতা হওয়ার । গড ফাদারলী কলেজ হল এটা ভগবানুবাচ যে। নামই লেখা রয়েছে ঈশ্বরীয় বিশ্ব-শান্তির বিদ্যালয়। এইম অবজেক্টও লেখা রয়েছে। নর থেকে শ্রী নারায়ণ, নারী

থেকে শ্রী লক্ষ্মী হতে হবে। তোমরা আবার নর থেকে নারায়ণ হচ্ছ। শ্রীমত অনুসারে চললে তোমরা শ্রেষ্ঠ হবে। সেইজন্য বাবা বলেন – রাত জেগেও বাবাকে স্মরণ করো। বাবা আমরা তোমাকেই স্মরণ করব। তোমার কাছেই যেতে হবে, তারপর তুমি আমাদের স্বর্গে পাঠিয়ে দেবে। বাবা তোমাদের অর্থাৎ মাতাদের দ্বারা স্বর্গের স্থাপনা করেন। তোমরা যোগে থেকে ভারতকে পবিত্র বানাবে। তোমাদের যোগের শান্তির দ্বারা আবার ২১ জন্ম ভারতে শান্তি থাকে। সেখানে মায়া থাকে না। সদা সুখী থাকে। দেহ-অভিমানের কারণেই মানুষ দুঃখী হয়। এখন বাবা তোমাদের দেহী – অভিমানী বানান। সত্যযুগে যারা দৈবী গুণের ছিল, তারাই এখন আসুরি গুণের হয়ে পড়েছে। এখন তোমরা আবার শিবালয়, অর্থাৎ স্বর্গের মালিক হওয়ার জন্য বাবার থেকে অবিনাশী আশীর্বাদী বর্সা নিচ্ছো । এটা হল কলেজ। যতক্ষণ পর্যন্ত না বিনাশ হচ্ছে বাবা পড়তেই থাকবেন। কেননা অর্ধ কল্পের বোঝা মাথার উপরে রয়েছে এখনও। সেটাকে দূর করতে হবে। এতে পরিশ্রম আছে। এই সময়ে সকলেই হল পাপ আত্মা। পবিত্র আত্মা একজনও নেই। বলা হয়ে থাকে – হে পতিত পাবন এসো, কিন্তু এটা বোঝে না যে এটা হল পতিত দুনিয়া।

এখন তোমরা ব্রাহ্মণ হয়েছ । ব্রাহ্মার সন্তান তোমরা সংখ্যায় কতো অল্প ! এরপর ব্রাহ্মণ থেকে দেবতা হবে, তারপর ক্ষত্রিয় হবে। এটাই হল স্বদর্শন চক্র। পুনর্জন্ম নিতে নিতে আমরা ৮৪ জন্ম সম্পূর্ণ করি। এসব কথা শাস্ত্রে নেই। ব্রাহ্মার হাতে শাস্ত্র দিয়ে দিয়েছে তারা। সূক্ষ্ম বতনবাসী ব্রাহ্মা হতে পারে না। নাম হল প্রজাপিতা ব্রহ্মা, যাকে অ্যাডম বা আদম বলা হয়, তিনিই হলেন এই সমগ্র জিনোলজিক্যাল ট্রির (বংশলতিকা বা কল্পবৃক্ষের) হেড। সে তো তোমরা জানো। আমরা হলাম রুদ্র মালার দানা। আমরা আত্মারা ওখান থেকে আসি। আমাদের নিবাস স্থল হল সেই পরমধাম। প্রত্যেক আত্মাকে ৮৪ জন্মের অবিনাশী পার্ট প্রাপ্ত হয়েছে। ও সব কথা তো পতিত মানুষ বুঝতে পারবে না। পতিত থেকে পাবন তো বাবা-ই বানাবেন, তাই না ! তিনিই সকলের প্রতি দয়া করতে পারেন। আর কেউ সমগ্র দুনিয়ার উপর দয়া করবার লীডার হতে পারে না। সে তো বাবা-ই একমাত্র হতে পারেন। বাবার তো দয়া হয়। যখন মানুষ খুব দুঃখী হয়ে পড়ে, তখনই আমি আসি। তোমরা বাচ্চারা, তন – মন – ধনের দ্বারা ভারতের সেবা করে ভারতকে স্বর্গ বানাও। যেমন গান্ধীজী বিদেশীদের হাত থেকে রাজ্য নিয়ে নিয়েছিলেন, তবে তা হল মৃগতৃষ্ণার সমান। এখন মায়াও হল ফরেনার্স। অর্ধেক কল্প রাজত্ব করেছে। বাবা এসে তার থেকে মুক্ত করেন। মায়া তোমাদের খুবই দুঃখী করে দিয়েছে। সেইজন্য বাবা বলেন – আমি আসি তোমাদের মুক্ত করতে। এখন তোমরা শ্রীমতে চলো । নাহলে মায়া একদম কাঁচা খেয়ে নেবে তোমাদের। শ্রীমতে চলে শ্রেষ্ঠ হও। তোমরাই হলে শিব শক্তি পান্ডব সেনা । তোমাদের স্মরণিক দিলওয়ারা মন্দিরে রয়েছে। প্র্যাকটিক্যালে দিলওয়ারা মন্দির হল অ্যাকুরেট। রাজযোগের দ্বারা তোমরা স্বর্গের মালিক হও । ভারত স্বর্গ ছিল। এখন তোমরা পরমপিতা পরমাত্মার শরণে এসেছ বাবার কাছ থেকে বেহদের অবিনাশী আশীর্বাদী বর্সা নিতে। ২১ প্রজন্ম দেবী – দেবতাদের রাজত্ব চলে। তোমরা আসো স্বর্গের মালিক হতে। মায়া ভস্মাসুর বানিয়ে দিয়েছে। বাবা এসে জ্ঞান অমৃতের বর্ষা করেন। বাবা তাঁর শরণে নেন। তারপর মায়া ট্রেটর বানিয়ে দেয়। তখন অবলাদের উপরে কত নির্যাতন হয়। এখন তো কোনোই সার্বভৌমত্ব নেই। বাবা এসে দৈবী সার্বভৌমত্ব স্থাপন করেন। সত্যযুগ ইত্যাদিতে মহারাজা – মহারানী ছিল। এখন তো নো সার্বভৌমত্ব। প্রজার উপরে প্রজার রাজত্ব এখন। একেই বলা হয় অধর্ম । মায়া অধর্মের রাজত্ব স্থাপন করে। বাবা আবার এসে ধর্ম রাজ্য স্থাপন করেন। এখন তো নো রিলিজিয়ন (কোনো ধর্মই নেই)। বলে আমরা ধর্ম মানি না। সেইজন্যই শক্তিও নেই। এটাও হল অল্প কালের

স্বরাজ্য। নিজেদের মধ্যে লড়াই ঝগড়া করে শেষ হয়ে যাবে। বাবা এসে তোমাদের অমরপুরীর মালিক বানান। বাবা আত্মাদের সাথে কথা বলেন। বাচ্চারা, তোমাদের দেহী-অভিমানী হতে হবে।

বাবার সাথে যত বেশি যোগযুক্ত হবে তত বিকর্মের বোঝা নেমে যাবে আর তোমার বিকর্মাজীত হয়ে যাবে। যে বাবা স্বর্গের মালিক বানান তাঁকেই তালাক দিলে, বুদ্ধির যোগ আর কারো সাথে জুড়লে ভস্মাসুর হয়ে যাবে। এখন তোমরা বসেছ নিজের কর্মের খাতা সাফ করতে। পাপের বোঝা কম জমে নেই। বাবা বলেন - আমি এসে অজামিলের মতো পাপীদেরকে উদ্ধার করতে। বাবা জ্ঞান অমৃতের দ্বারা আমাদের কত শুদ্ধ বানান ! আবার শ্রীমতে চলতে চলতে আশ্চর্যবৎ ভাগন্তী হয়ে যায়। ভগবান এসে বাচ্চাদের উপরে পরিশ্রম করেন, যারা ময়লা বস্ত্র তারা ছিন্ন হয়ে যায়। সেইজন্য বাবা অজামিল নাম রেখেছেন। বাবার হয়ে যাওয়ার পরে তারপর তাঁকে তালাক যারা দিয়ে দেয় তারা হল নাম্বার ওয়ান অজামিল। তাদের মতো পাপাত্মা আর কেউ হয় না। সেইজন্য বাচ্চারা তোমাদের খুব ভালো ভাবে শ্রীমতে চলতে হবে। যদি শ্রীমত ছেড়ে দাও তবে মায়া খেয়ে ফেলবে। তারপর কল্প - কল্পান্তরের জন্য অবিনাশী আশীর্বাদী বর্সা হারিয়ে ফেলবে। আচ্ছা !

মিষ্টি - মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা - পিতা, বাপদাদার স্মরণ - ভালোবাসা এবং সুপ্রভাত । রুহানী বাবার রুহানী বাচ্চাদের নমস্কার ।

ধারণার জন্য মুখ্য সার :-

১) তন-মন-ধনের দ্বারা ভারতের সেবা করে একে স্বর্গ বানাতে হবে। মায়া রূপী শত্রুর থেকে মুক্ত করতে হবে।

২) দেহী-অভিমানী হওয়ার জন্য দেহ সহ সব কিছু ভুলতে হবে। যে যে পুরানো কর্মের খাতা রয়েছে সেগুলিকে যোগবলের দ্বারা সাফ করতে হবে। বিকর্মাজীত হতে হবে ।

বরদান : - সর্বশক্তিমানের সাথী হয়ে সকলের প্রতি শুভ ভাবনা রেখে চিন্তন বা চিন্তা মুক্ত ভব

কোনো কোনো বাচ্চা চিন্তন করে যে অমুকের ওই অসুখ যেন ঠিক হয়ে যায়, আমার বাচ্চা বা পতি জ্ঞানে যেন আসে, কাজ কারবার যেন ঠিক হয়ে যায়.... এসব ভাবনা তো ভালো। কিন্তু তোমাদের এই সব চাওয়া তখনই পূর্ণ হবে যখন নিজে হাল্কা হয়ে বাবার থেকে শক্তি নেবে। তার জন্য বুদ্ধি রূপী পাত্রটি খালি হওয়া চাই। সকলের কল্যাণ যদি চাও তবে নিজে শক্তিরূপ হয়ে সর্বশক্তিমানের সাথী হয়ে শুভ ভাবনা রেখে চলো। চিন্তন বা চিন্তা মুক্ত হও, বন্ধনে ফেঁসে যেও না।

স্লোগান : - যে প্রশ্ন থেকে ঊর্ধ্বে থাকে সে-ই সদা প্রসন্নচিত্ত থাকে।